আল কুরআনের অনুবাদ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের উপায়

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭

E-mail: qrfbd2012@gmail.com

www.qrfbd.org

For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১২

১ম সংস্করণ: এপ্রিল ২০১৮

কম্পিউটার কম্পোজ

QRF

মূল্য: ৭০.০০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

অথেন্টিক প্রিন্টার্স

আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা

ফোন: ৭১৯২৫৩৯

মোবাইল: ০১৭২০১৭৩০১০

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১.	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৪
২.	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৫
৩.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	০৯
৪.	আল্লাহর দেয়া তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২১
৫.	মূল বিষয়	২২
৬.	আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মেনে নেয়ার গুনাহ	২৩
৭.	আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়সমূহের শিরোনাম	২৬
	১. 'আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির সঠিকত্বপর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ	২৭
	২. Common sense- হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রাণিত) জ্ঞান। এটিকে ইসলামের ঘরের দারোয়ান হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহ সকল মানুষকে দিয়েছেন- তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ	৩৫
	৩. 'সত্য উদাহরণ হলো- আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ	৪৮
	৪. 'বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই' তথ্যটির সঠিত্ব পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ	৫৫
	৫. 'কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে তথা কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই' তথ্যটির পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ	৬০
	৬. 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক' তথ্যটির পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ	৬৭
	৭. 'আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা' তথ্যটির পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ	৭০
	৮. হাদীস সম্পর্কিত তিনটি তথ্য যা কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টারত পাঠকের জানা থাকা দরকার	৭৩
	৯. শানে নুযুল সম্পর্কিত তিনটি তথ্য যা কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টারত পাঠকের জানা থাকা দরকার	৭৩
৮.	শেষ কথা	৭৪

আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অনারব। তাই, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অন্যের করা অনুবাদ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে আল কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন। আর এ জ্ঞান অর্জনের সময় প্রায় সকলেই অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় যা লেখা থাকে সেটিকেই কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য বলে বিনা বাক্য ব্যয়ে (অন্ধভাবে) গ্রহণ করে নেন। কিন্তু একটি চিরসত্য তথ্য হলো- কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তার অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকতে পারে।

কুরআন হলো ইসলামের একমাত্র নির্ভুল উৎস। আর কুরআনে উল্লেখ আছে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়, অনেক দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ণ পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং দুই-একটি অমৌলিক বিষয়। তাই, কুরআনের জ্ঞান অর্জনে ভুল হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ভুল হবে মৌলিক। আর সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলে ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে যে অগণিত মানুষ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে চান তাদেরকে এবং সর্বোপরি মানব সভ্যতাকে আল কুরআনের অসতর্ক, ভুল বা বানানো অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মহাক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্যে পুস্তিকাটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতোটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম

ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোন জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়ল-

كِتٰبٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোন সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না (বলা বন্ধ করবে না) বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১৫. ১০. ২০১১ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
১৫. ১০. ২০১১

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন কথা নেই।

বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোন কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অর্থ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোন কোন সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **"**Common sense **এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন"** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার নিমিত্তে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামের মহাকল্যাণকর এক **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোন একটি ব্যবস্থা তথা **দারোয়ান** জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে

দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۙ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অর্থ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অর্থ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন-তিনি জন্মগতভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস-১

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ . قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ .وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا .اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.)-কে বললেন, তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত ছদরে মারলেন এবং বললেন-তোমার মন ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার মন ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো তা, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(মুসনাদে আহমদ, ওয়াবেসা (রা.)-এর হাদীস পরিচ্ছেদ, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন ২০০১, হাদীস নং ১৮০০৬)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোন মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন।

হাদীস-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

অর্থ: হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতপর তার

মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী বা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন চতুস্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছো?

(সহীহ বুখারী, জানাযা অধ্যায়, মুশরীকদের সন্তানদের ব্যাপারে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৩৮৫, পৃষ্ঠা নং ১৬৭)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়- মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তীত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense –কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু একজন Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ জেনে বা দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে।

আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- মানুষের মন তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

তাই. আয়াতখানি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে থাকা Common sense - এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণাকারী কুরআনের আয়াতের সঠিক তাৎপর্য (অর্থ ও ব্যাখ্যা) মানুষ বুঝতে পারে না।

তথ্য - ৪

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের দোযখে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা যাহান্নামের যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোন বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার

এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোন বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতোই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততোই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ... ...

অর্থ: আবু বাকরা (রা) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানির দিন আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে বললেন- সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি

(রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অতপর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অতপর উপস্থিতরা যেনো অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, উপস্থাপনকারী অপেক্ষা শ্রোতা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে ....

(সহীহ বুখারী, হাজ্ব অধ্যায়, মিনা দিবসে বক্তব্য পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, কায়রো, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং ১৭৪১, পৃষ্ঠা নং ২০৮)

হাদীস-২

عَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

অর্থ: যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করার পর অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

(বায়হাকী, শোয়া'বুল ঈমান, জ্ঞান প্রচার অধ্যায়, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন, ২০০৪, খণ্ড- ০২, হাদিস নং-১৭৩৬, পৃষ্ঠা নং ৭৪৬)

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়ল। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসল কেন? নিশ্চয় কোন শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি

হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোন তত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ۭ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

অর্থ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতোক্ষন না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদুর যায় ততোদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদুর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোন বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যেকোন যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে কিয়াস বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোন যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা

সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোন বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা

যেকোন বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও** Common sense **ব্যবহারের নীতিমালা'** নামক বইটিতে। তবে নীতিমালাটির সংক্ষিপ্ত চলমান চিত্র এখানে উপস্থাপন করা হলো-

যেকোন বিষয়ে

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত** হিসেবে গ্রহণ করা

↓

অতপর বিষয়টিতে মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা **চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে** যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

মূল বিষয়

কুরআন, হাদীস ও Common sense-অনুযায়ী একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অনারব। তাই, বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ অন্যের করা অনুবাদ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে আলকুরআনের জ্ঞান অর্জন করেন। আর এ জ্ঞান অর্জনের সময় প্রায় সকলেই অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় যা লেখা থাকে সেটিকেই কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য বলে বিনা ব্যাক্যে (অন্ধভাবে) গ্রহণ করে নেন। কিন্তু একটি চিরসত্য তথ্য হলো- কুরআনের আরবী আয়াত নির্ভুল কিন্তু তার অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় ভুল থাকতে পারে। আর এ ভুল হতে পারে নিম্নোক্ত কারণসমূহে-

- সভ্যতার জ্ঞানের অভাবের কারণে অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকারীর আয়াত বা শব্দের সঠিক অর্থ না বুঝতে পারা
- অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকারীর নিজের জ্ঞানের অভাব থাকা
- অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকারীর আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করার সঠিক নীতিমালা অনুসরণ না করা
- ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করা। ইসলামের কিছু শত্রু বর্তমানে এটি করার চেষ্টা করছে।

কুরআন হলো ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল উৎস। আর কুরআনে উল্লেখ আছে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়, অনেক দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়। তাই, কুরআনের জ্ঞান অর্জনে ভুল হলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ভুল হবে মৌলিক। আর সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলে, ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলস্বরূপ, মুসলিম জাতিও বিশ্ব দরবারে তাদের যথাযথ স্থান ফিরে পেতে ও দখলে রাখতে পারবে না।

তাই, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে যে অগণিত মানুষ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে চান তাদেরকে এবং সর্বোপরি মানব সভ্যতাকে আল কুরআনের অসতর্ক, ভুল বা বানানো অনুবাদ বা ব্যাখ্যার মহাক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্যে বর্তমান প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার কারণে একজন ব্যক্তিও যদি কুরআনের একটি বিষয়ের ভুল জ্ঞান অর্জন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন, তবে আমাদের এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে বলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করব।

চলুন, কুরআন ও হাদীসের তথ্যের মাধ্যমে প্রথমে জেনে নেয়া যাক আল কুরআনের অন্যের করা অর্থ বা ব্যাখ্যা অন্ধভাবে (বিনা বাক্য ব্যয়ে) মেনে নেয়া কি ধরনের গুনাহ।

ক. আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মেনে নেয়া শিরকের গুনাহ

যারা কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা লিখেছেন (ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকারীরা বাদে) তারা ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন বলে ধরে নেয়া যায়। তাই, তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বলা যেতে পারে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সকল কথা (অনুবাদ, ব্যাখ্যা, লেখনি, কথা, বক্তব্য ইত্যাদি) অন্ধভাবে (বিনা বাক্য ব্যয়ে) মেনে নেয়ার বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য হলো-

اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ... ...

অর্থ: তারা (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) নিজেদের ধর্মীয়ব্যক্তিত্বদের আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়ে নিয়েছে ... ...

(তাওবা/৯ : ৩১)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) তাঁর হাদীসের মাধ্যমে আয়াতখানির ব্যাখ্যা জানিয়ে দিয়েছের এভাবে-

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الوَثَنَ»، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ} [التوبة:]، قال قلت : يا رسول الله ، إنا لسنا نعبدهم! فقال: «أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»

অর্থ: আ'দী বিন হাতেম (রা.) বলেন- আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট আসলাম, এমতবস্থায় আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রুশ ঝুলানো ছিলো, তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন- হে আ'দী! তুমি গলা থেকে এই প্রতিকটি ফেলে দাও। (আ'দী বিন হাতেম বলেন) আমি তখন রসূলুল্লাহ (সা.) সূরা তাওবার এ (৩১নং) আয়াতখানি {**اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ**} (তারা আল্লাহকে বাদ

দিয়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিগণকে তাদের রব বলে গ্রহণ করেছে) তিলাওয়াত করতে শুনলাম। তিনি (আ'দী বিন হাতেম রা.) বলেন- আমি তখন বললাম- হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা তো তাদের 'ইবাদাত' করি না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ব্যাপারটা এমন নয় যে- তারা তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের 'উপাসনা (ইবাদাত)' করেছে; বরং ব্যাপারটা এমন যে- ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যখনই কোন কিছুকে হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছে তখনই তারা তাকে (কোনরূপ যাচাই বাছাই ছাড়া) হালাল বলে মেনে নিয়েছে। আবার ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ যখনই কোন কিছুকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে তখনই তারা তাকে (কোনরূপ যাচাই বাছাই ছাড়াই) হারাম বলে মেনে নিয়েছে (এটিই তাদেরকে 'রব' হিসেবে মেনে নেয়া)।

(আল-মাকতাবাতুশ শামেলা, সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং- ৩০৯৫)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে বুঝা যায়- সূরা তাওবার **৩১** নং আয়াতে উল্লেখ থাকা 'আহলে কিতাবগণ তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' মেনে নিয়েছে' বক্তব্যটি সম্পর্কে আদি বিন হাতেম (রা.), রাসূল (সা.)-এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন- তারা (আহলে কিতাবগণ) ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'উপাসনা' করে না। তাই, আয়াতখানিতে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'রব' মেনে নেয়া বলতে কি বুঝানো হয়েছে? আদি বিন হাতেম (রা.)-এর করা প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন- আয়াতখানিতে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের 'রব' মেনে নেয়া বলতে তাদের 'উপাসনা' করা বুঝানো হয়নি। বুঝানো হয়েছে, তাদের সকল কথাকে যাচাই ছাড়া তথা অন্ধভাবে মেনে নেয়াকে।

হাদীসখানি থেকে তাই জানা যায়- ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণের সকল বক্তব্য অন্ধভাবে মেনে নেয়া তাদেরকে 'রব' হিসেবে মেনে নেয়ার সমতূল্য একটি কাজ। অর্থাৎ এটি একটি শিরকী কাজ। আর এর কারণ হলো- কারো কথা অন্ধভাবে শুধু তখনই মেনে নেয়া হয় যখন তাকে নির্ভুল মনে করা হয়। নির্ভুলতা শুধু আল্লাহর গুন। তাই, এটি শিরক।

কুরআনের আরবী আয়াতকে অন্ধভাবে মেনে নিতে হবে কারণ এটি আল্লাহর হুবহু বক্তব্য। অন্যদিকে কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর হলো অনুবাদ বা তাফসীরকারকদের কুরআনের আয়াতের বুঝকে স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করা বক্তব্য। তাই, কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরকে অন্ধভাবে মেনে নেয়ার অর্থ হলো অনুবাদ বা তাফসীরকারীকে নির্ভুল মনে করা। আর তাই এটিতে শিরকের গুনাহ হয়।

আর এটি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো- প্রকৃত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণেরও অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই, তাদের করা অনুবাদ বা তাফসীরের সকল বক্তব্যকে অন্ধভাবে মেনে নিলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতে বিরাট ক্ষতি হতে পারে।

খ. আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মেনে নেয়া কুফরির (অস্বীকার করা মূলক) গুনাহ

আল কুরআনের অন্যের করা অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মেনে নেয়ার অন্য একটি প্রধান কারণ হলো- পাঠক মনে করেন তার ইসলামের জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে যিনি অনুবাদ বা ব্যাখ্যা লিখেছেন তিনি ইসলামের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাই, অনুবাদ বা ব্যাখ্যাকে তিনি অন্ধভাবে মেনে নেন।

ইসলামের জ্ঞান নেই এ কথা যেন কোন মানুষ বলতে না পারে সেজন্য মহান আল্লাহ ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস পৃথিবীর সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। ঐ উৎসটি হলো Common sense (বোধশক্তি, বিবেক, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান)। তাই, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। এ জন্যে- 'আমার ইসলামের জ্ঞান নেই তাই অন্যের করা কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মানি' একথা বললে বা সে অনুযায়ী কাজ করলে মহান আল্লাহর দেয়া একটি বড় নেয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। তাই এটিতে কুফরীর (অস্বীকার করা) ধরনের গুনাহ হয়। এ কথাটিই কুরআন জানিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে। যেমন-

তথ্য-১

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ .

অর্থ: এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নেয়ামত (ব্যবহার করা না করা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(তাকাসুর/১০২ : ০৮)

ব্যাখ্যা: মানুষকে আল্লাহর দেয়া একটি বড় নেয়ামত হলো Common sense।

তথ্য-২

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا .

অর্থ: নিশ্চয় কান, চোখ ও মন (মনে জন্মগতভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে প্রদান করা Common sense) এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(বনী ইসরাইল/১৭ : ৩৬)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

অর্থ: অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমাদের রবের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?

(আর রহমান/৫৫ : ৩১ বার)

আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের প্রধান উপায়সমূহের শিরোনাম

আল কুরআনের অন্যের করা অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত ভুল থাকতে পারে। তাই, কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরে থাকা সকল কথা আল্লাহর কথা হিসেবে অন্ধভাবে মেনে নিলে পাঠকের দুনিয়া ও আখিরাতে গুরতর ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে, অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে চাওয়া পাঠকদের (বর্তমানে যাদের সংখ্যা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে চাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী) জন্য সুখবর হলো- সহজবোধগম্য কিছু তথ্য জানা থাকলে পাঠকগণের পক্ষে ঐ মহাক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা খুবই সম্ভব। তথ্যগুলো কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ আছে। ঐ তথ্যসমূহের প্রধানগুলো হলো-

১. আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই
২. Common sense- হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রাণিত) জ্ঞান। এটিকে ইসলামের ঘরের দারোয়ান হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন
৩. সত্য উদাহরণ হলো- আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা
৪. বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধ কথা কুরআনে নেই
৫. কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে তথা কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া কোন আয়াত নেই
৬. আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক
৭. আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় দয়ালু ও কল্যাণকামী সত্তা
৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের সাথে কুরআনের সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সম্পর্কের বিষয়ে কিছু তথ্য
৯. হাদীস সম্বন্ধে কিছু তথ্য
১০. শানে নুযুল সম্পর্কিত কিছু তথ্য

তথ্যগুলো ব্যবহার করে কল্যাণ পাওয়ার সাধারণ নীতিমালা

উদাহরণ-১
চিকিৎসা বিজ্ঞানে সঠিক রোগ নির্ণয়ের (Diagnosis) ব্যাপারে একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো- যে রোগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখক লক্ষণের (Symptom and Sign) সমর্থন থাকবে, রোগী সে রোগে ভুগছে বলে সিদ্ধান্ত নিলে ঐ রোগ নির্ণয় (Diagnosis) সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

উদাহরণ-২
বিচার করার সময় যে রায়ের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের যতো বেশী সংখ্যক বিষয়ের সমর্থন মিলবে সে রায় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ততো অধিক হয়।

উদাহরণ-৩
চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিচারের উদাহরণদু'টির মতো, একটি আয়াতের কৃত অনুবাদ বা ব্যাখ্যার পক্ষে উপরে উল্লিখিত ১০টি বিষয়ের যতো অধিকটির সমর্থন মিলবে সে অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ততো অধিক হবে।

চলুন এখন, আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের উপায় সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রধান তথ্যগুলো এবং তার ব্যবহার পদ্ধতি, উদাহরণসহ একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক-

১. 'আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা
যে সহজবোধগম্য তথ্যগুলো জানা থাকলে পাঠকগণ কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরে, অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লিখিত*- ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যার মহাক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন তার সবচেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণটি হলো এটি। তথ্যটির সঠিকত্বের প্রমাণ-

Common sense

দৃষ্টিকোণ-১

❑ **পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য দেয়ার দুর্বলতা না থাকার দৃষ্টিকোন**

যেসকল দুর্বলতার (দোষ) কারণে কোন ব্যক্তি বা সত্তা পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য দিতে পারে তা হলো-

১. দুষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা

এ ধরনের ব্যক্তি বা সত্তা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এক সময়ে এক ধরনের কথা বলে আবার অন্য সময়ে তার বিপরীত কথা বলে।

২. জ্ঞানের অভাব

যে ব্যক্তি বা সত্তার জ্ঞানের অভাব আছে তার বক্তব্য অনিচ্ছাকৃতভাবে পরস্পর-বিরোধী হয়ে যেতে পারে। কারণ, বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী যে বক্তব্য দেয়া হয় সময়ের ব্যবধানে জ্ঞান বাড়ার কারণে ঐ বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হতে পারে। ফলে একই বিষয়ে বিপরীত বক্তব্য দিতে হয়।

৩. ভুলে যাওয়া

ভুলে যাওয়ার কারণে কোন ব্যক্তি বা সত্তা আজ যে বক্তব্য দিয়েছেন কিছুকাল পরে দেয়া বক্তব্য তার বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

মহান আল্লাহ দুষ্ট সত্তা নন। তিনি ভুলে জান না। তাঁর তিন কালের সকল জ্ঞান আছে। অর্থাৎ মহান আল্লাহর উপরে বর্ণিত তিনটি দূর্বলতা থেকে মুক্ত। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধান না থাকার কথা।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ ব্যবহারিক গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী তথ্য না থাকার দৃষ্টিকোন

মানুষের লেখা কোন ব্যবহারিক গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী তথ্য থাকে না। কারণ, পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধানের একটি হবে সঠিক এবং অন্যটি হবে ভুল। আর ভুল তথ্য বা বিধি-বিধানটি যে বা যারা অনুসরণ করবে তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অপরের ক্ষতি করবে।

তাই Common sense বলে- মানুষের লেখা ব্যবহারিক গ্রন্থে যদি পরস্পর বিরোধী তথ্য না থাকতে পারে তবে আল্লাহর লেখা ব্যবহারিক গ্রন্থ কুরাআনে অবশ্যই পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধান থাকার কথা নয়।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধান নাই।

আল কুরআন

তথ্য-১

أَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا.

অর্থ: তবে কি তারা কুরআন সম্পর্কে গবেষণা করেনা? অথচ তা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে আসতো তবে নিঃসন্দেহে তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধিতা (পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য) পেতো।

(নিসা/৪ : ৮২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন তাঁর কাছ থেকে নাযিল হওয়া গ্রন্থ হওয়ায় এতে একটিও পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধান নেই।

তথ্য-২

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ .

অর্থ: আর নিশ্চয় যারা কিতাবের মধ্যে (পরস্পর) বিরোধিতা (আবিষ্কার) করেছে তারা অবশ্যই জেদের বশবর্তী হয়ে (সত্য হতে) অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

(বাকারা/২: ১৭৬)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন- যারা আল কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধান আবিষ্কার করে তারা জেদের কারণে এটি করে এবং তাদের এ আবিষ্কার সত্যের পরিপন্থী।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরাআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধান নেই। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য বা বিধি-বিধান নেই।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلاَ تَرَى أَنَّ

النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، [ص:] وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن:] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "

অর্থ: হারেস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি মসজিদে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, লোকজন অহেতুক আলাপ আলোচনায় মগ্ন। তখন আমি হজরত আলী (রা.)এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি দেখছেন না যে লোকজন অহেতুক আলাপ আলোচনায় নিমগ্ন। তখন তিনি বললেন তারা কি সত্যিই অহেতুক আলাপ আলোচনায় নিমগ্ন? তখন আমি বললাম- জি, হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন- তাহলে শোন- আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি- সাবধান থেকো, অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবর বিদ্যমান। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে কুরআনের হিদায়াত ভিন্ন অন্য হিদায়াত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা আল্লাহর দৃঢ় রশি, যিকরুল হাকিম এবং সরল সঠিক পথ। কুরআন দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পড়ে না। তা থেকে আলেমগণের অন্বেষণ শেষ হয় না। বারবার পাঠ করলেও তা পুরানো হয় না। তার

অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনল সাথে সাথে বললো- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। **যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্যপথ পাবে।**

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ২৯০৬)

ব্যাখ্যা: পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বা তথ্যের একটি হয় সঠিক এবং অন্যটি হয় ভুল। হাদীসখানির শেষ অংশের বক্তব্য হলো- 'যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করলো সে সওয়াব পেল, যে তা (কুরআন) মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে'। এ বক্তব্য থেকে জানা যায়- কুরআনের সকল বক্তব্য বা তথ্য সত্য বা সঠিক তথা কুরআনে কোন ভুল বক্তব্য বা তথ্য নেই। কারণ-

- ভুল বক্তব্যের ভিত্তিতে কথা বললে সে কথা সত্য হয় না
- ভুল তথ্যের ভিত্তিতে আমল করলে সে আমলে সাওয়াব (কল্যাণ) পাওয়া যায় না
- ভুল বক্তব্যের ভিত্তিতে হুকুম করলে সেটি ন্যায়বিচার হয় না
- ভুল তথ্যের দিকে মানুষকে ডাকলে মানুষ সত্যপথ পায় না।

তাই, এ হাদীসখানির দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বলা যায়- কুরআনে কোন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বা তথ্য নেই।

♦♦ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে উপস্থিত থাকা অধিকাংশ অনুবাদ বা তাফসীরে এ নীতিটিকে একটুও গুরুত্ব দেয়া হয়নি। তাই সেখানে অনেক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য উপস্থিত আছে। আর যে কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে তা ৫নং তথ্যটি পর্যালোনার সময় উপস্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হলো কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- **আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ**। এ অনুবাদ খানিতে 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী তথ্য নাই' নীতিটিসহ কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর করার সকল প্রকৃত মূলনীতির দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

তথ্যটি প্রয়োগের উদাহরণ

উদাহরণ-১

❑ 'কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ' এবং 'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী'

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে জ্ঞান অর্জন করা বা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ (বাধ্যতামূলক)। আর অন্য একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০নেকী। সহজে বুঝা যায় বক্তব্য দু'টি পরস্পর বিরোধী। কারণ, অর্থ ছাড়া পড়লে জ্ঞান অর্জন হয় না।

দু'টি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দু'টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- আয়াত দু'খানির একটির অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক এবং অন্যটির অর্থ বা ব্যাখ্যা ভুল।

এখন পাঠককে চূড়ান্তভাবে জানতে হবে কোন অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। আর এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে-

১. অন্য কোন অনুবাদে থাকা আয়তদু'খানির অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়লে। বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- '**আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ**' খানি পড়ার মাধ্যমে

২. যে অনুবাদখানি তিনি পড়ছেন সে অনুবাদ বা অন্যকোন অনুবাদের সম্পূরক বা কাছাকাছি বক্তব্য ধারনকারী অন্য আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ার মধ্যমে। এখানেও '**আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ**' খানি বেশী সহায়ক হবে

৩. বিষয়টির ব্যাপারে কোন লেখকের সুনির্দিষ্ট কোন লেখা থাকলে সেটি পড়ার মধ্যমে।

আমাদের লেখা- মু'মিনের এক নাম্বার কাজ ও শয়তানে এক নাম্বার কাজ (গবেষনা সিরিজ-৪) এবং 'ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া সাওয়াব না গুনাহ'(গবেষনা সিরিজ-৭) নামক বই দু'টি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

❑ 'কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ' এবং 'ওজু ছড়া কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) নিষেধ'

আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ (বাধ্যতামূলক)। আর অন্য একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে 'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা বা ধরা নিষেধ'। একটু ভাবলেই বুঝা যায় বক্তব্য দু'টি পরস্পর বিরোধী। কারণ, জাগ্রত অবস্থার বেশীরভাগ সময়ে মানুষের ওজু

থাকে না। ওজু ছাড়া কুরআন ধরা নিষেধ হলে একজন মানুষ জাগ্রত অবস্থার বেশীরভাগ সময় কুরআন ধরতে পারবে না। ফলে সে কুরআন পড়তে তথা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ কথাটি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তাই তথ্য দু'টি পরস্পর বিরোধী।

দু'টি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দু'টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- আয়াত দু'খানির একটির অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক এবং অন্যটির অর্থ বা ব্যাখ্যা ভুল।

এখন পাঠককে চূড়ান্তভাবে জানতে হবে কোন অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। আর এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ে। আমাদের লেখা 'ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কী?'(গবেষনা সিরিজ-৭) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৩

❑ 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানব জীবনের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, মানুষের সেখানে কোন ভূমিকা নেই'এবং 'মানব জীবনের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা আছে'

কুরআনের ব্যাখ্যায় পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় মানব জীবনে সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, মানুষের সেখানে কোন ভূমিকা নেই। আর অন্য একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে- মানব জীবনের সকল ঘটনা-দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার বিরাট ভূমিকা আছে। সহজে বুঝা যায়- বক্তব্য দু'টি পরস্পর বিরোধী।

দু'টি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দু'টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- আয়াত দু'খানির একটির অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক এবং অন্যটির অর্থ বা ব্যাখ্যা ভুল।

এখন পাঠককে চূড়ান্তভাবে জানতে হবে কোন অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। আর এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ের মাধ্যমে। আমাদের লেখা **'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষনা সিরিজ-২৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৪

☐ **'ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায় এবং কবীরা গুনাহ (বড় অপরাধ)সহ মৃত্যু বরণকারী মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে'।**

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় পাঠক দেখতে পেলেন, একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায়। আর অন্য একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- কবীরা গুনাহসহ মৃত্যু বরণকারী মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে।

বক্তব্যদু'টি যে পরস্পর বিরোধী তা সহজে বুঝা যায়। কারণ, অনন্তকালের তূলনায় কিছুকাল কোন সময়ই না। তাই, কবীরা গুনাহসহ (বড় অপরাধ) মৃত্যু বরণকারী মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে কথাটি জানতে পারা মু'মিনদের অধিকাংশই মনে করবে অসৎ কাজ করে দুনিয়ায় প্রথমে শান্তিতে থাকি। আর পরকালে জাহান্নামে যেতে হলেও ঈমান থাকার কারণে সেখানে খুবই কম সময় থাকতে হবে। ঐ সময়টুকু চোখ-কান বন্ধ করে থাকবো। তারপরতো অনন্তকাল ধরে জান্নাতে থাকা যাবে। বর্তমান মুসলিম সমাজে এ চিন্তাধারা ও আমলের মানুষ প্রচুরভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ এ কথা মু'মিনকে নিঃসন্দেহে অসৎ বানাবে। তাই, ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায় এবং কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন ব্যক্তি কিছুকাল জাহান্নাম ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে' কথা দু'টি পরস্পর বিরোধী।

দু'টি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দু'টি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাঠকের নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- আয়াত দু'খানির একটির অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক এবং অন্যটির অর্থ বা ব্যাখ্যা ভুল।

এখন পাঠককে চূড়ান্তভাবে জানতে হবে কোন অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। আর এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ের মাধ্যমে। আমাদের লেখা **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কী?'** (গবেষনা সিরিজ-২০) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৫

☐ **'ইসলাম সৎ মানুষ বানাতে চায়। কবর পুজা ও পীর পুজা বন্ধ করতে চায়' এবং 'পরকালে শাফায়াতের (সুপারিশ) মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহ (বড় অপরাধ) মাফ হবে বা মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে'**

আল কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন, কিছু আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- ইসলাম মানুষকে সৎ বানাতে চায় এবং কবর পুজা ও পীর পুজা বন্ধ করতে চায়। আর অন্য একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- 'পরকালে শাফায়াতের (সুপারিশ) মাধ্যমে মু'মিনের কবীরা গুনাহ মাফ হবে বা মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে'

একটু ভাবলেই বুঝা যায়- বক্তব্য দু'টি পরস্পর বিরোধী। কারণ, ২য় তথ্যটির প্রভাবে অনেক মু'মিন কবীরা গুনাহ করবে। তারপর সেটি আল্লাহর নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেয়া বা সেটির জন্য জাহান্নামে গেলে সেখান থেকে শাফায়াতের মাধ্যমে বের হয়ে আসতে পারার আশায় কবরে থাকা ব্যক্তি বা পীর ব্যক্তিদের পূজা করা আরম্ভ করবে। বর্তমান মুসলিম সমাজে এ অবস্থা প্রচুরভাবে দৃশ্যমান।

কুরআনের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লিখিত ধরনের দু'টি পরস্পর বিরোধী তথ্য নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠককে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- আয়াত দু'খানির একটির অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক এবং অন্যটির অর্থ বা ব্যাখ্যা ভুল।

এখন পাঠককে চূড়ান্তভাবে জানতে হবে কোন অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। আর এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত তিনটি উপায়ের মাধ্যমে। আমাদের লেখা **'শাফায়াত দ্বারা কবীরা গুনাহ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কী?'** (গবেষনা সিরিজ-১৬) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে, ইনশাআল্লাহ।

২. Common sense- হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রাণিত) জ্ঞান। এটিকে ইসলামের ঘরের দারোয়ান হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহ সকল মানুষকে দিয়েছেন- তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ

তথ্যটির সঠিকত্বের পর্যালোচনা

যুক্তি

মানব শরীরের ভিতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জিবানু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়।

আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা **দারোয়ান** থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভিতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেয়া এবং ক্ষতিকর (রোগ জিবানু) জিনিস প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য এক মহাকল্যাণকর **দারোয়ান** সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। যুক্তির আলোকে তাই সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা **দারোয়ান** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া সেই মহাকল্যাণকর **দারোয়ান** হলো বোধশক্তি, Common sense, **عَقْلٌ**, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.

অর্থ: আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-

- জীবনী শক্তি
- জ্ঞানের শক্তি

মানুষকে 'জীবনী শক্তি' দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো **'ফুঁক'**। এ কথাটি আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ . فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

অর্থ: আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, নিশ্চয় আমি গলিত কাদামাটির শুকনো খণ্ড হতে মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে **ফুঁকে** দেব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫ : ২৮, ২৯)

মানুষকে 'জ্ঞানের শক্তি' দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো '**ইলহাম**'। যেটি আল্লাহ জানিয়েছেন আলোচ্য (আশ্-শামস/৯১ : ৮) আয়াতে। ইলহামের মাধ্যমে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল হাদীস

عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَابِصَةَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ يَا وَابِصَةُ ثَلَاثًا الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি নেকী (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো, হ্যাঁ। অত:পর তিনি আঙ্গুলগুলো একত্র করে নিজের হাত 'সদর'-এ মারলেন এবং বললেন, হে ওয়াবেছা! নিজের মন ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অত:পর বললেন- যে বিষয়ে তোমার মন ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হল সেটি যা তোমার মনে সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে (সে ব্যাপারে) বারবার ফতোয়া দেয়।

(সূনানে দারেমি, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ২৫৩৩)

ব্যাখ্যা: সঠিক কাজ (নেকী) করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং ভুল কাজ (গুনাহ) করার পর মনে সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল।

তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান বলে।

জ্ঞানের উৎস হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য

তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

১. কুরআন: আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান
২. সুন্নাহ: আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা
৩. Common sense: জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান

ব্যবহারিক (Practical) পার্থক্য

১. কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী
২. সুন্নাহ (রাসূল সা.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী
৩. Common sense: মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান

Common sense-এর সাথে কুরআন (ও সুন্নাহ) ব্যাখ্যা করতে তথা বুঝতে পারার সম্পর্ক

এ তথ্যটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ পৃথিবী ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে। কুরআন নাযিলের সময়কালে মানুষের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের প্রধানতম উপায় ছিল দেশ ভ্রমণ করা। কিন্তু বর্তমান যুগে এর সাথে যোগ হবে বিজ্ঞান, ভুগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়া, Geographic ও Dilscovery channel দেখা ইত্যাদি।

আয়াতখানির শেষে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- মানুষের মনে তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

এ আয়াত থেকে তাই জানা যায়- দেখে পড়া বা শুনার পর কুরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে হলে Common sense- এ ঐ বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা থাকতে হবে। বিষয়টি ঠিক তেমনই যেমন- চিকিৎসা বিদ্যায় রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না। তাই, যার Common sense যতো বেশী উৎকর্ষিত সে ততো অধিক কুরআন (ও সুন্নাহ) ব্যাখ্যা করতে তথা বুঝাতে পারবে।

আয়াতখানির শেষে মন এবং মনে থাকা Common sense মানব শরীরের কোথায় থাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। সে স্থান হলো- সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগ। এ তথ্য বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী শতভাগ সত্য। ছবি দেখুন-

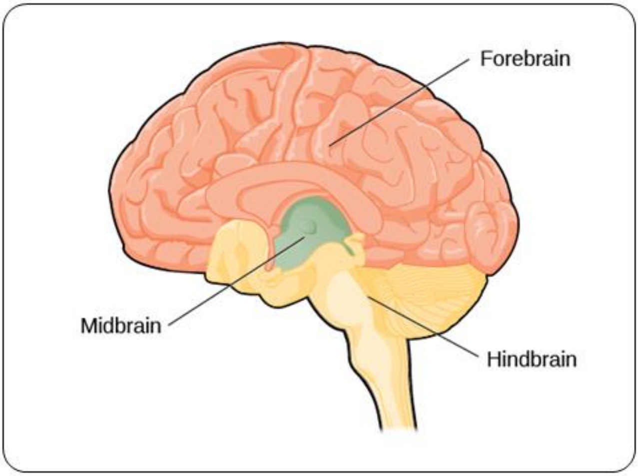
Forebrain
Midbrain
Hindbrain

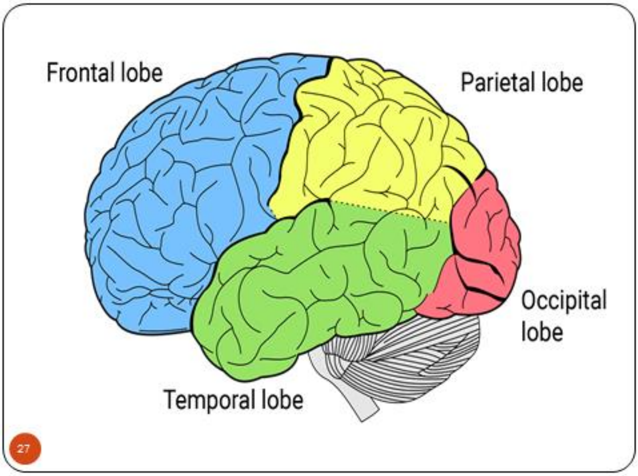
Frontal lobe
Parietal lobe
Occipital lobe
Temporal lobe
27

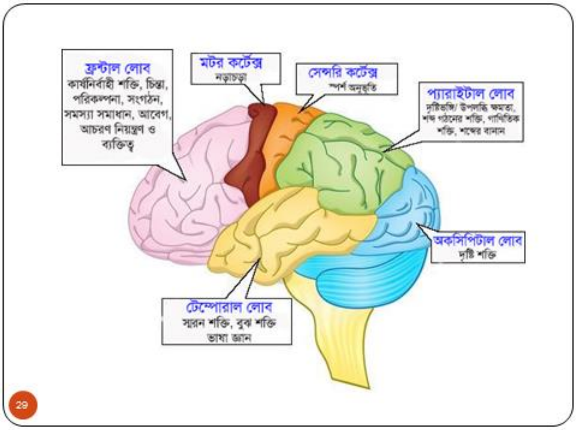

কুরআন তথা ইসলামে Common sense-এর বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় আছে কিনা

বাস্তবতা

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense একই উৎস আল্লাহ থেকে আসা। বাস্তবতা হলো, একই উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে মিল বেশি থাকে। অমিল কম থাকে। তাই বাস্তবতা অনুযায়ী ইসলামে Common sense এর বাইরের বিষয় থাকার কথা নয়।

কুরআন ও হাদীস

কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- মহান আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) ইসলাম জানা এবং অন্যান্য কাজ করার সময় Common sense কে ব্যবহার করার বিষয়ে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামে Common sense এর বাহিরের কথা বেশি থাকলে মহান আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) Common sense কে ব্যবহার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করতেন।

মহান আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)- এর এ কর্মপদ্ধতি থেকে বুঝা যায়, ইসলামে Common sense- এর বাইরের বিষয় না থাকার কথা বা থাকলেও খুব কম হওয়ার কথা।

ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়সমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর বাইরে দু'ধরনের বিষয় আছে। যথা-

১. চিরন্তনভাবে Common sense-এর বাইরের বিষয়
২. সাময়িকভাবে Common sense-এর বাইরের বিষয়

ক. চিরন্তনভাবে Common sense **এর বাইরের বিষয়সমূহ**

এখানে দু'ধরনের বিষয় আছে-

- অতীন্দ্রীয় আয়াতের বিষয়সমূহ
- রাসূল (সা.)-এর মুজেযাসমূহ

অতিন্দ্রীয় আয়াতের বিষয়সমূহ

এ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য হলো-

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ

অর্থ: তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'; অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা ফিতনা ছড়ানো এবং (অপ)ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ বের করার জন্য; অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর অন্তর্নিহিত অর্থ জানে না; আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে- আমরা এটা বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।

(আলে-ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ্ প্রথমে বলেছেন, আল কুরআন তাঁর কাছ থেকেই রাসূল (সা.)-এর নিকট নাযিল হয়েছে। এরপর বলেছেন, আল কুরআনে দুই ধরনের আয়াত আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) ও অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত)। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো হচ্ছে কুরআনের মা বা মূল আয়াত।

কুরআনের অধিকাংশ আয়াত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তবে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত হচ্ছে প্রায় পাঁচশতের মত। বাকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো (যার সংখ্যা কুরআনে অনেক বেশি) হচ্ছে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের বক্তব্যগুলো

বোঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে সাহায্যকারী আয়াত। এগুলোকে আল কুরআনে কাহিনী (কেচ্ছা) ও উদাহরণের (আমছাল) আয়াত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে ইসলামের আকায়েদ (বিশ্বাসগত বিষয়), ফারায়েজ, আখলাক (চরিত্রগত বিষয়), আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বুনিয়াদি বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ্ অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াত সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন- যাদের মনে বক্রতা বা শয়তানি আছে তারাই ফেতনা (ভুল বোঝাবুঝি) ছড়ানো এবং প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয় আয়াতের পিছনে লেগে থাকে। অথচ অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। এখান থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়- অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ তাদের Common sense দিয়ে কখনও বুঝতে পারবে না এবং তা বোঝার চেষ্টা করাও নিষেধ।

আল কুরআনে অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। এই সব আয়াতে অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন- বেহেশত, দোযখ, ফেরেশতা, আল্লাহর আরশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু সূরার শুরুতে এক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দ থাকে, সেগুলোও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- يس، ص، الم ইত্যাদি।

আল্লাহ্ এখানে পুরো কুরআনকে দু'ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগের সঙ্গে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্ক কী, তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তাই কুরআনের অপরভাগের সঙ্গে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্ক কী হবে, তা বোঝাও কঠিন নয়। চলুন একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন এক ব্যক্তির সামনে 'ক' ও 'খ' নামের দুটি খাবার উপস্থিত করে শুধু বলা হলো 'ক' নামের খাবারটি খাওয়া যাবে। এ রকম বাচন ভংগির মাধ্যমে খাবার দু'টি খাওয়ার ব্যাপারে তাকে যে তথ্যগুলো দেয়া হয় তা হলো-

- 'ক' নামের খাবারটি প্রত্যক্ষভাবে খাওয়ার অনুমতি দেয়া
- 'খ' নামের খাবারটি খেতে পরোক্ষভাবে নিষেধ করা

উদাহরণটি সামনে রাখলে আয়াতেকারীমা হতে কুরআনের সঙ্গে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের সম্পর্কের বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো নিঃসন্দেহে বোঝা যায়-

১. **প্রত্যক্ষ তথ্য**: অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহ) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ কখনও তাদের Common sense বা জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারবে না। অর্থাৎ তা স্থায়ীভাবে মানুষের Common sense বা জ্ঞানের বাইরে।

২. **প্রত্যক্ষ তথ্য:** অতীন্দ্রিয় আয়াতের বিষয়ের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য Common sense বা অর্জিত জ্ঞান খাটিয়ে বোঝার চেষ্টা করা নিষেধ তথা গুনাহের কাজ।

৩. **পরোক্ষ তথ্য:** ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ তাদের Common sense খাটিয়ে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ সেগুলো Common sense সিদ্ধ কথা।

৪. **পরোক্ষ তথ্য:** ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে থাকা বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য Common sense খাটিয়ে বোঝা বা বের করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

আয়াতখানির শেষে উল্লেখিত 'যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে- আমরা এটা বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত' বক্তব্যটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো মেনে নেয়ার একটি যুক্তি বলে দিয়েছেন। যুক্তিটি হলো- ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সব আয়াতই মহান আল্লাহর নিকট থেকে আসা। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের সংখ্যা অতীন্দ্রিয় আয়াতের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। তাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো যদি মানুষের Common sense বা জ্ঞানের আলোকে সঠিক বলে বুঝা ও মেনে নেয়া সম্ভব হয় তবে একই সত্তার নিকট থেকে আসা অল্প কয়েকটি অতীন্দ্রিয় আয়াতও সঠিক বলে মেনে নেয়াটিই যৌক্তিক।

রাসূল (সা.)-এর মুজেযাসমূহ

রাসূল (সা.) তাঁর জীবনে কিছু মুজেযা দেখিয়েছেন। এই মুজেযার বিষয়গুলো মানুষের পক্ষে Common sense খাটিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।

খ. সাময়িকভাবে Common sense এর বাইরের বিষয়সমূহ

আল কুরআনের বক্তব্যসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই সেখানে কিছু বিষয় আছে যা মানব সভ্যতার জ্ঞান একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষের বুঝে আসবে না। এ বিষয়গুলোকে সাময়িকভাবে Common sense এর বাইরের বিষয় বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে-

১. রকেটে করে অল্প সময়ে গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূল (সা.)-এর মেরাজ বোঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে, তা মানুষকে কেয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recoding) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বোঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান

অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তাঁর রেকডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কে (Computer Disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটাই শেষ বিচারের দিন সাক্ষী-প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধি স্তর (Development Steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেননি বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological Development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সঠিকত্ব প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কোরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, লোহা বা ধাতু (Metal) মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন, তরবারির, বন্দুক বা কামানের শক্তি। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি।

♣♣ উপরের তথ্যগুলো জানার পর দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, অল্প কিছু অতীইন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া আল কুরআন তথা ইসলামে চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense বিরুদ্ধ কোন কথা নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান (Common sense) ও প্রমাণিত জ্ঞান (কুরআন ও সুন্নাহ) ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালার চলমান চিত্র (Flow chart)

যেকোন বিষয়ে

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান) এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক** সিদ্ধান্ত নেয়া

↓

কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দ্বারা যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত** হিসেবে গ্রহণ করা

↓

অতপর বিষয়টিতে মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** উপস্থিত থাকলে তা দ্বারা **চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে** যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে

বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে-

১. Common sense- এর গুরুত্ব কতটুকু ও কেন (গবেষনা সিরিজ-৬)
২. নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও ব্যবহারের (গবেষনা সিরিজ-১২) নীতিমালা বা চলমানচিত্র
৩. আল কুরআনের সঠিক অর্থ জানা ও ব্যাখ্যা বুঝার জন্য- আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব (গবেষনা সিরিজ-৩৪) নামের বই তিনটিতে।

Common sense- হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রাণিত) জ্ঞান। এটিকে ইসলামের ঘরের দারোয়ান হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য আল্লাহ সকল মানুষকে দিয়েছেন তথ্যটি প্রয়োগের উদাহরণ

উদাহরণ-১

- [ ] **অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী**

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে ‘অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী’। নেকী অর্থ কল্যাণ বা লাভ। তাই এ কথাটির অর্থ হলো কুরআন না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়লে প্রতি আক্ষরে ১০টি কল্যাণ বা উপকার পাওয়া যাবে। কুরআন একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ (Applied Book)। Common sense-এর সর্বসম্মত রায় হলো- ব্যবহারিক গ্রন্থ দূরের কথা একটি গল্পের বই পড়েও হাসতে বা কাঁদতে গেলে সেটি বুঝে পড়তে হয়। তাই, Common sense অনুযায়ী কুরআন না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়লে প্রতি আক্ষরে ১০টি কল্যাণ বা উপকার পাওয়া যাবে কথাটি সঠিক নয়।

কুরআন পড়া একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাই, কুরআনের কোন আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় ‘অর্থ ছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী’ বা এ ধরনের কথা নজরে আসার সাথে সাথে ‘চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense-এর বিরুদ্ধ বা বাহিরের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কথা কুরআনে নেই’ তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠকের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- অনুবাদ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে-

১. অন্য কোন অনুবাদে থাকা আয়তখানির অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- **‘আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ’** খানি পড়ার মধ্যমে

২. যে অনুবাদখানি তিনি পড়ছেন সে অনুবাদ বা অন্যকোন অনুবাদের সম্পূরক বা কাছাকাছি বক্তব্য ধারনকারী অন্য আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ার মধ্যমে। এখানেও **‘আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ’** খানি বেশী সহায়ক হবে

৩. কোন লেখকের বিষয়টির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন লেখা থাকলে সেটি পড়ার মাধ্যমে।

আমাদের লেখা- ‘ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া সাওয়াব না গুনাহ’ (গবেষনা সিরিজ-৭) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

❑ ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা (ধরা) যাবে না

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে ‘ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা (ধরা) যাবে না’। এ কথাটি বর্তমান মুসলিম সমাজে (বিশেষ করে অনারব মুসলিম সমাজে) ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পড়া কাজটি স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা কোটি কোটি গুন বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ কথার সমতূল্য একটি কথা হলো ‘ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষকে খুন করা যাবে কিন্তু নখের আচড় দেয়া যাবে না’। তাই, এ কথা সম্পূর্ণ Common sense বিরুদ্ধ।

ওজু করা, কুরআন পড়া ও কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাই, কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে ‘ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা (ধরা) যাবে না’ ধরনের কথা নজরে আসার সাথে সাথে ‘কুরআনে চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense-এর বিরুদ্ধ বা বাইরের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কথা নেই’ তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠকের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- অনুবাদ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। এ বিষয় সম্পর্কিত Common sense সিদ্ধ তথ্যটি হবে-

- ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে অবশ্যই স্পর্শ করা (ধরা) যাবে
- ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা (ধরা) না গেলে অবশ্যই পড়া যাবে না

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। আমাদের লেখা ‘ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কী?’(গবেষনা

সিরিজ-৯) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৩

❑ **আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু সংঘটিত হয়। তাই, কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার তেমন কোন বা কোনই ভূমিকা নেই।**

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে **'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়। তাই, কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার তেমন কোন বা কোনই ভূমিকা নেই'**। এ কথাটিও বর্তমান মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে।

বাস্তব অবস্থা হলো- মানুষ নিজ ইচ্ছায় কর্ম প্রচেষ্টা না চালালে কোন কাজ সংঘটিত হয় না। তাই, 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয় এবং কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার তেমন কোন বা কোনই ভূমিকা নেই' কথাটি সম্পূর্ণ Common sense বিরুদ্ধ।

মানুষের ইচ্ছা, কর্মপ্রচেষ্টা, কাজের ফলাফল সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাই, কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে 'আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয় এবং কার্য সম্পাদনে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার তেমন কোন বা কোনই ভূমিকা নেই' ধরনের কথা নজরে আসার সাথে সাথে 'কুরআনে চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense-এর বিরুদ্ধ বা বাইরের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কথা নেই' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠকের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে- অনুবাদ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। আমাদের লেখা **'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষনা সিরিজ-২৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

৩. 'সত্য উদাহরণ হলো- আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা' তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

'সত্য উদাহরণ হলো- আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা'- এ তথ্যটি কুরআন থেকে যেভাবে জানা যায়-

তথ্য-১

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

(বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতখানির অংশ ভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ জিনিসের উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা: কুরআন তথা ইসলাম জানা ও বুঝার জন্য ছোট-খাটো উদাহরণেরও সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করা উচিৎ নয়।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

অর্থ: অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (উদাহরণ) তাদের রবের নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা: এ আয়াতাংশে সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে- আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সূরা বাকারার ২নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোন সন্দেহ নেই' এবং সূরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। অর্থাৎ কুরআন অনুযায়ী সত্য উদাহরণ ও কুরআনের আয়াতের গুরুত্ব একই। এ তথ্য থেকে অতিসহজে বুঝা যায়- কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ

অর্থ: আর যারা কাফের তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ কী চান?

ব্যাখ্যা: এখানে যারা সত্য উদাহরণকে কুরআন তথা ইসলাম জানা বা বুঝাকে তুচ্ছ মনে করে তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে।

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ

অর্থ: এর (উদাহরণের) মাধ্যমে আল্লাহ্ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার না করার ফলে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে সত্য উদাহরণকে কুরআন ব্যাখ্যার জন্য যথাযথভাবে ব্যবহার করার কারণে অনেকে কুরআন সঠিকভাবে বুঝতে পারে। তাই তারা সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

অর্থ: আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ব্যতীত অন্য কাউকে তিনি এর (উদাহরণ) দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা: এখানে বলা হয়েছে- গুনাহগাররা ব্যতীত অন্য কেউ উদাহরণ দ্বারা পথভ্রষ্ট হয় না।

তথ্য-২

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অর্থ: আর রাসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমি যে ঘটনা (কাহিনী) তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে দৃঢ় করি; আর এর (ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা) মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য (সত্য শিক্ষা), উপদেশ এবং স্মারক (স্মরণ রাখার বিষয়)।

(হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে (উদাহরণ) মু'মিনদের জন্য সত্য শিক্ষা, উপদেশ এবং স্মরণ রাখার বিষয় তথা স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী ঐতিহাসিক সত্য উদাহরণ হলো সত্য শিক্ষা।

তথ্য-৩

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

অর্থ: আর নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে- কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝানোর জন্য যতো ধরনের উদাহরণ আছে তার সবকটিকে তিনি কুরআনে ব্যবহার করেছেন। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহর ব্যবহার করা উদাহরণের ধরনগুলো হলো-

- Common sense
- বিজ্ঞান
- সাধারণ সত্য ঘটনা ও কাহিনী
- ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনী।

আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- কুরআনে উল্লিখিত সকল ধরনের উদাহরণ থেকে মানুষের শিক্ষা নেয়ার বিষয় আছে। সত্য উদাহরণের শিক্ষা সঠিক বলেই আল্লাহ তা থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন।

♣♣ এগুলোসহ আরো আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর নিকট থেকে সত্য শিক্ষা

যে সকল স্থানে কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝার সহায়ক বহু উদাহরণ উপস্থিত আছে বলে কুরআন ও হাদীস জানিয়েছে

কুরআন

তথ্য-১

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ

অর্থ: আর তাঁর নিদর্শন (উদাহরণ) রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলোর সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে।

(শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে বলা হয়েছে- মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এ উভয় স্থানে মানুষসহ যে সকল প্রাণী রয়েছে তাদের মধ্যে কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার সহায়ক অনেক সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ উপস্থিত আছে।

তথ্য-২

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ . وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ . وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ . وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ .

অর্থ: তারা কি দেখে না উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ মন্ডলকে কিভাবে উঁচু করা হয়েছে? পর্বতমালাকে কিভাবে শক্ত করে দাঁড় করানো হয়েছে? ভূমন্ডলকে কিভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা: অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। তাই এ আয়াতে প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করার মাধ্যমে মানুষকে খালি চোখ, অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে- উটের সৃষ্টি, আকাশকে উঁচু করা, পর্বতমালাকে শক্ত করে দাঁড় করানো এবং ভূমন্ডলকে বিস্তৃত করার মধ্যে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক তথ্য তথা সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ খুজতে বলা হয়েছে। কারণ ঐ উদাহরণ কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য দারূনভাবে সহায়ক হবে।

তথ্য-৩

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ.

অর্থ: আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন (উদাহরণ) রয়েছে, তারা এ সবের উপর দিয়ে চলাচল করে কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে। আর তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, উপরন্তু তারা মুশরিক।

(ইউসুফ/১২ : ১০৫, ১০৬)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে বলা হয়েছে- আকাশ, পৃথিবী এবং মানুষের চলার পথের চতুর্দিকে জ্ঞান অর্জন এবং কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য অনেক উদাহরণ রয়েছে কিন্তু মানুষ সেগুলোকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ মানুষ ঐ উদাহরণকে জ্ঞান অর্জন এবং কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝার জন্য কাজে লাগায় না।

তথ্যটি প্রয়োগের উদাহরণ

উদাহরণ-১

- ❑ **অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০নেকী**

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে ‘অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী’পাওয়া যাবে। নেকী অর্থ কল্যাণ বা লাভ। তাই এ কথাটির অর্থ হলো কুরআন না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়লে প্রতি আক্ষরে ১০টি কল্যাণ বা লাভ পাওয়া যাবে।

কুরআন একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ (Applied Book)। ব্যবহারিক গ্রন্থ না বুঝে পড়ার পরিনাম সম্পর্কিত একটি সহজবোধগম্য উদাহরণ হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ না বুঝে পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করার (অপারেশন করা) পরিনাম কি হয় সেটি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ না বুঝে পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করলে রোগী মারা যাবে এবং রোগীর

লোকেরা এসে ঐ চিকিৎসককেও মেরে ফেলবে। এটি একটি সহজবোধগম্য সত্য উদাহরণ। কুরাআন অনুযায়ী এ উদাহরণটি হলো- ব্যবহারিক গ্রন্থ না বুঝে পড়ে কাজ করার পরিনাম সম্পর্কে আল্লাহর নিকট থেকে আসা একটি সত্য শিক্ষা।

কুরআন হলো ইসলামী জ্ঞানের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ। আর মুসলিম হলো সে ব্যক্তি যে ইসলাম প্রাকটিস করেন। তাই, এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআন না বুঝে (অর্থ ছাড়া) পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করলে ব্যক্তি মুসলিমের সাওয়াব (কল্যাণ) নয়, ব্যপক ক্ষতি (বড় গুনাহ) হবে।

তাই, কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক যদি দেখেন একটি আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে 'অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী' তখন এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে তিনি সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে-

১. অন্য কোন অনুবাদে থাকা আয়তখানির অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- **'আল কুরআন- যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ**' খানি পড়ার মধ্যমে

২. যে অনুবাদখানি তিনি পড়ছেন সে অনুবাদ বা অন্যকোন অনুবাদের সম্পূরক বা কাছাকাছি বক্তব্য ধারনকারী অন্য আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ার মধ্যমে। এখানেও **'আল কুরআন- যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** খানি বেশী সহায়ক হবে

৩. বিষয়টির ব্যাপারে কোন লেখকের সুনির্দিষ্ট কোন লেখা থাকলে সেটি পড়ার মধ্যমে।

   আমাদের লেখা- 'ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া সাওয়াব না গুনাহ'(গবেষনা সিরিজ-৭) নামক বইদু'টি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

❑ সালাত কায়েম করা (প্রতিষ্ঠা করা) কথাটির ব্যাখ্যা

সালাত একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত। অর্থাৎ সালাত হলো সে ধরনের বিষয় যা পালন করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করা লাগে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিও আনুষ্ঠানিক বিষয়। কারণ, এ গুলোতেও সকল ছাত্রকে একই ধরনের অনুষ্ঠান করা লাগে। তাই, আনুষ্ঠান

সম্বলিত বিষয় প্রতিষ্ঠা করা বলতে কি বুঝায় তার সত্য উদাহরণ হবে- চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা বলতে যা বুঝায় সেটি।

চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা বলতে সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বুঝায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা বলতে বুঝায়- মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বুঝাবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে বুঝাবে- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতে থাকা 'আকিমুস সালাত' বাক্যটির ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে 'সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) মেনে নিজে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা'। উপরে বর্ণিত চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে তিনি সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে, অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। আমাদের লেখা- **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষনা সিরিজ-৩) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৩

❑ মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতে থাকা 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' বাক্যটির ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে 'মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়'। একটি সত্য উদাহরণ হলো- মানুষকে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে তা দ্বারা বাজারে গিয়ে

খাবারের উপকরণ কিনতে হয়। তারপর তা বাড়ীতে নিয়ে রান্না করতে হয়। অতঃপর সে রান্না খাবার নিজে মুখে উঠিয়ে দিলে খাবার খাওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতীত কোন কাজ ঘটে না। তাই, এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' বাক্যটির ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে 'মানুষের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সবকিছু হয়' কুরআনের আয়াতের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। আমাদের লেখা- **'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষনা সিরিজ-২৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

৪. 'বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই' তথ্যটির সঠিত্ব পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

বিজ্ঞানের সূত্রগুলো প্রণয়ন করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা। বিজ্ঞানীরা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উদঘাটন (Discover) করেছেন মাত্র। তাই, Common sense অনুযায়ী বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের তথ্য একই হওয়ার কথা। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামে না থাকার কথা বা নেই।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই।

কুরআন

তথ্য-১

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

অর্থ: শীঘ্র আমরা তাদেরকে দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতোক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো- খালি চোখ, অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততো দূর। আর আল্লাহ দেখাতে থাকবেন কথাটির অর্থ হলো- গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার মাধ্যমে মানুষ দেখতে পাবে।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে- খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দুরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতোদূর যায় ততোদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরী করে রাখা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

তথ্য-২

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

অর্থ: আর নিশ্চয় আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে- কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বুঝানোর জন্য যতো ধরনের উদাহরণ আছে তার সবকটিকে তিনি কুরআনে ব্যবহার করেছেন। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আল্লাহর ব্যবহার করা উদাহরণের ধরনগুলো হলো-

- Common sense
- বিজ্ঞান
- সাধারণ সত্য ঘটনা ও কাহিনী
- ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনী।

আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- কুরআনে উল্লিখিত সকল ধরনের উদাহরণ থেকে মানুষের শিক্ষা নেয়ার বিষয় আছে। সত্য উদাহরণের শিক্ষা সঠিক বলেই আল্লাহ তা থেকে শিক্ষা নিতে বলেছেন। আল কুরআনে সবচেয়ে বেশী দেখতে বলা বা উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উদাহরণ।

তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই। কুরআন পর্যালোচনা

করে আমরা দেখলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধ কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْاِنْسَانُ رَبَّه قَالَ اِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْغٍ

অর্থ: আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কিভাবে তার রবকে চিনবে? রাসূল (সা.) বললেন, যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অত:পর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

(আক-মাকতাবাতুশ শামেলাহ- আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্বীন, পৃ: ১৮২)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনা ধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসখানির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভিষণভাবে সামাঞ্জস্যশীল।

হাদীসখানির বক্তব্য হলো- যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে। রবকে চিনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা। আর নিজেকে চিনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দিক হলো-

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেনো সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চিনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে জিকিৎসা বিজ্ঞান জানার উপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী- চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য কুরআনের সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বুঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য আর কুরআনের ঐ বিষযের তথ্য একই হবে।

আলোচ্য তথ্যটির প্রয়োগের উদাহরণ

উদাহরণ-১

❑ **‘শেষ বিচারের দিন মানুষের করা বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ ও বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ দেখানো হবে’ কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা।**

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতে থাকা ‘শেষ বিচারের দিন মানুষের করা বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ ও বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ দেখানো হবে’ কথাটির ব্যাখ্যা লেখা ‘পরকালে মানুষ দুনিয়ায় করা বিন্দু পরিমাণ সৎকাজের জন্য পুরস্কার পাবে এবং বিন্দু পরিমান অসৎকাজের জন্য শাস্তি পাবে’।

বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো- যেকোন কাজ ভিডিও রেকর্ড করে পরে দেখানো যায়। বিজ্ঞানের এ প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ভিত্তিতে পাঠক প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- আয়াতখানির ব্যাখ্যা হিসেবে ‘পরকালে মানুষ দুনিয়ায় করা বিন্দু পরিমান সৎকাজের জন্য পুরস্কার পাবে এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজের জন্য শাস্তি পাবে’ কথাটি গ্রহনযোগ্য হবে না। আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে ‘পরকালে বিচারের সময়, মানুষের দুনিয়ায় করা বিন্দু পরিমাণ সৎ ও অসৎকাজের ভিডিও বা আরো উন্নত মানের রেকর্ড সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে দেখানো হবে’।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে-

১. অন্য কোন অনুবাদে থাকা আয়তখানির অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- **‘আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ’** খানি পড়ার মধ্যমে

২. যে অনুবাদখানি তিনি পড়ছেন সে অনুবাদ বা অন্যকোন অনুবাদের সম্পূরক বা কাছাকাছি বক্তব্য ধারনকারী অন্য আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ার মধ্যমে। এখানেও **‘আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ’** খানি বেশী সহায়ক হবে

৩. বিষয়টির ব্যাপারে কোন লেখকের সুনির্দিষ্ট কোন লেখা থাকলে সেটি পড়ার মধ্যমে।

আমাদের লেখা- **‘ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন’**(গবেষনা সিরিজ-১৩) এবং **‘কুরআনের সরল অর্থ জানা এবং সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের**

গুরুত্ব' (গবেষনা সিরিজ-৩৪) নামক বই দু'টি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

❑ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাট বাধা রক্ত থেকে

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অর্থ লেখা হয়েছে- মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে জমাট বাধা রক্ত থেকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো- মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের জিবন্ত শুক্র এবং মহিলাদের জিবন্ত ডিম্বের মিলন থেকে। বিজ্ঞানের এ প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- আয়াতখানির উল্লিখিত অর্থ সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। আমাদের লেখা- **'কুরআনের সরল অর্থ জানা এবং সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব'** (গবেষনা সিরিজ-৩৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-৩

❑ মন (অন্তর/Mind) অবস্থিত বক্ষে

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন একটি আয়াতের অর্থ লেখা হয়েছে- মন (অন্তর/Mind) অবস্থিত বক্ষে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো- মন (অন্তর/Mind) অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে (কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র)। বিজ্ঞানের এ প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- আয়াতখানির উল্লিখিত অর্থ সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কি হবে তা চূড়ান্তভাবে জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়সমূহের মাধ্যমে। আমাদের লেখা- **'কুরআনের সরল অর্থ জানা এবং সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব'** (গবেষনা সিরিজ-৩৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

৫. 'কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে তথা কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই' তথ্যটির পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

Common sense

দৃষ্টিকোন-১

❑ অপচয়ের দৃষ্টিকোণ

একটি তথ্য কোন গ্রন্থে লিখতে কাগজ ও কালি খরচ হয়। আর তা পড়তে সময় ব্যয় হয়। কুরআনের কোটি কোটি কপি লেখা হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবে। অন্যদিকে, কোটি কোটি মানুষ কুরআন পড়ছে। তাই, কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু না থাকলে তথা কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত থাকলে তা এক মহা অপচয়। যে কোন বিবেকবান তথা Common sense ধারী মানুষ বলবে এটি হওয়া উচিৎ নয়।

দৃষ্টিকোন-২

❑ আল্লাহর কাজ (ফে'য়লী হাদীস) ও কথা (কাওলী হাদীস) পরস্পর বিরোধী হওয়ার দৃষ্টিকোন

চর্বি জাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। মানুষের শরীরে পিত্তরস তৈরি করে লিভার। লিভার ২৪ ঘন্টা ধরে ঐ পিত্তরস তৈরি করে। আমাদের পেট যখন খালি থাকে তখন লিভারে যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি খাদ্য নালিতে (Intestine) যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, খাদ্য নালিতে তখন হজম করার মতো কোন খাবার নেই। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা পিত্তনালির শেষ অংশে একটি গেট (Sphincter) তৈরি করে রেখেছেন। আর পিত্তরস জমা করে রাখার জন্য আল্লাহ মানুষের শরীরে একটি পিত্তথলি তৈরি করে রেখেছেন। খাদ্যনালি যখন খালি থাকে তখন পিত্তনালির ঐ গেটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পিত্তরস খাদ্যনালিতে যেতে না পেরে পিত্তথলিতে গিয়ে জমা হয়। খাওয়ার পর খাবার খাদ্যনালিতে পৌঁছলে, নালির গেটটি খুলে যায় এবং খাদ্যনালিতে খাবার পৌঁছানোর খবরটি কলিসিসটোকাইনিন নামক হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলির নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে তার মধ্যে জমা থাকা পিত্তরস, পিত্তনালির মধ্য দিয়ে খাদ্যনালিতে পাঠিয়ে দেয়। ছবি দেখুন-

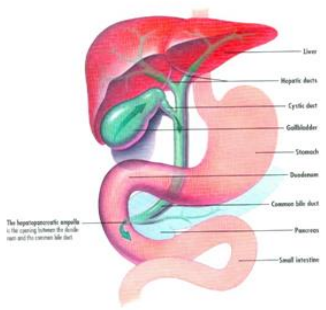

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, ভেবে দেখুন যে আল্লাহ এক ফোটা পিত্তরস অপচয় না হওয়ার জন্য মানুষের শরীরে এ অপূর্ব ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে কথাটি বলার মাধ্যমে মানুষের কোটি কোটি দিস্তা কাগজ, কোটি কোটি লিটার কালি এবং কোটি কোটি ঘন্টা সময়ের অপচয় হতে দিতে পারেন কি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা সবাই একবাক্যে বলবেন- অবশ্যই পারেন না। অর্থাৎ Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- 'কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে না।

♣♣২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোন বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

আল কুরআন
তথ্য-১

...... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ .

অর্থ: আর তোমরা অপচয় কোরো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

(বনী-ইসরাইল/১৭: ২৬, ২৭)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, যেকোন জিনিসের অপচয়কারী শয়তানের ভাই। তাই, কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে কথাটি সঠিক হলে মহান আল্লাহ শয়তানের ভাই হয়ে যান (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্য নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, এমন একটি কথা কুরআন তথা ইসলামের তথ্য হতে পারে ন।

তথ্য-২

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ . وَ اللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ .

অর্থ: নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের নিকট মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো; আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল আ'মল নিষ্ফল করে দেবেন।

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত ক'খানির সাধারণ শিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে

২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে

৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা। অর্থাৎ এটি কুরআন বিরুদ্ধ আচরণ

৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

তাহলে, মহান আল্লাহ এখানে যারা কুরআনের কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে আর কিছু আয়াতের বক্তব্যকে অনুসরণ করবে না, তাদের সকল নেক

আমল ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। কারণ, এটি কুরআন বিরুদ্ধ আচরণ।

কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে কথাটি বলার অর্থ হলো ঐ আয়াতটি বা আয়াতগুলোর শিক্ষা গ্রহণ না করা, নিজে আমল না করা বা অন্যকে আমল না করতে বলা। এ আয়াতক'খানি অনুযায়ী- এ ধরনের কথা বলা বা বিশ্বাস করা ব্যক্তিদের সকল আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাদের পরকালে জাহান্নাম ভোগ করতে হবে।

এ আয়াতের আলোকেও তাই সহজে বলা যায়, কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত উপস্থিত আছে কথাটি সম্পূর্ণ কুরআন বিরুদ্ধ কথা।

তথ্য-৩

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ .

অর্থ: প্রত্যেক যুগের (নির্দিষ্ট সময়কাল) জন্য একটি কিতাব বরাদ্দ।

(রা'দ/১৩ : ৩৮)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতাংশের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন- যে সকল কিতাব তিনি নাযিল করেছেন তার প্রতিটি কার্যকরী থাকার সময়কাল (মেয়াদ) নির্দিষ্ট করা আছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দেয়া মেয়াদের মধ্যে আল্লাহর কোন কিতাবের আয়াত রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হবে না। আল্লাহর অন্য সকল কিতাবের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য বাস্তবে সঠিক হয়েছে। তাই, কুরআনের ব্যাপারে এ আয়াতের বক্তব্য বাস্তবে সঠিক না হওয়ার কোন কারণ নেই। কুরআনের মেয়াদ হলো- নাযিল হওয়ার দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কুআনের কোন আয়াত বা তার শিক্ষা অবশ্যই রহিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই হবে না।

তথ্য-৪

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

অর্থ: নিশ্চয় আমরা যিক'র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হিফাজাতকারী (রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বাধাদানকারী)।

(হিজর/১৫ : ৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'য়ালা এখানে পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে- তিনি কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজাত করবেন তথা রহিত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে দিবেন না। তাই, এ আয়াত অনুযায়ীও কুরআনের কোন আয়াত বা তার শিক্ষা অবশ্যই রহিত হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবশ্যই রহিত হবে না।

♣♣ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- 'কুরআনে এক বা একাধিক শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত আছে' কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে। কুরআন পর্যালোচনা করে আমরা দেখলাম- ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

عَنْ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، [ص:] وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن:] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "

অর্থ: হারেস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি মসজিদে হেঁটে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, লোকজন অহেতুক আলাপ আলোচনায় মগ্ন। তখন আমি হজরত আলী (রা.)এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি দেখছেন না যে লোকজন অহেতুক আলাপ আলোচনায় নিমগ্ন। তখন তিনি বললেন তারা কি সত্যিই অহেতুক আলাপ আলোচনায় নিমগ্ন? তখন আমি বললাম- জি, হ্যাঁ! তখন তিনি বললেন- তাহলে শোন- আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি- সাবধান থেকো, অচিরেই মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন আল্লাহর

কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবর বিদ্যমান। তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। কুরআন সত্য ও অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে কুরআনের হিদায়াত ভিন্ন অন্য হিদায়াত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা আল্লাহর দৃঢ় রশি, যিকরুল হাকিম এবং সরল সঠিক পথ। কুরআন দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পড়ে না। তা থেকে আলেমগণের অন্বেষণ শেষ হয় না। বারবার পাঠ করলেও তা পুরানো হয় না। তার অভিনবত্বের শেষ হয় না। যখনই জীন জাতি তা শুনল সাথে সাথে বললো- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথের দিকে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম। **যে কুরআন মোতাবেক কথা বললো সে সত্য বললো, যে তাতে আমল করল সে সওয়াব পেল, যে তা মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়বিচার করল, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্যপথ পাবে।**

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান তিরমিযি, হাদীস নং ২৯০৬)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির শেষ অংশের বক্তব্য হলো-'যে তাতে আমল করলো সে সওয়াব পেল, যে তা (কুরআন) মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো, যে কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে'।

রাসূল (সা.)-এর এ কথার অর্থ হিসেবে যা গ্রহনযোগ্য হবে না- কুরআনের শিক্ষা রহিত হওয়া কিছু আয়াত বাদে অন্য আয়াত অনুযায়ী যে ব্যক্তি আমল করলো সে সওয়াব পেল, হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো এবং মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে।

রাসূল (সা.) এর এ কথার অর্থ হিসেবে যা গ্রহনযোগ্য হবে- যে ব্যক্তি কুরআনের যেকোন আয়াত মোতাবেক আমল করলো সে সওয়াব পেল, হুকুম করলো সে ন্যায়বিচার করলো এবং মানুষকে ডাকবে সে সত্য পথ পাবে।

তাই, এ হাদীসখানির দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বলা যায় যে- কুরআনে উপস্থিত থাকা কোন আয়াতের শিক্ষা বা হুকুম রহিত হয়নি। অর্থাৎ কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে।

তথ্যটির প্রয়োগের উদাহরণ

উদাহরণ-১

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াত সম্পর্কে লেখা আছে- 'এ আয়াতখানির তিলাওয়াত চালু আছে কিন্তু শিক্ষা রহিত হয়ে গেছে'। আল কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে তথা কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- আয়াতখানির উল্লিখিত ব্যাখ্যা সঠিক নয়।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত শিক্ষা কি তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে-

১. অন্য কোন অনুবাদে থাকা আয়তখানির অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** খানি পড়ার মধ্যমে

২. যে অনুবাদখানি তিনি পড়ছেন সে অনুবাদ বা অন্যকোন অনুবাদের সম্পূরক বা কাছাকাছি বক্তব্য ধারনকারী অন্য আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ার মধ্যমে। এখানেও **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** খানি বেশী সহায়ক হবে

৩. কোন লেখকের বিষয়টির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন লেখা থাকলে সেটি পড়ার মধ্যমে।

আমাদের লেখা- **'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে'** কথাটি কি সঠিক? (গবেষনা সিরিজ-৩১) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াত সম্পর্কে লেখা আছে- 'এ আয়াতের বক্তব্য ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের জন্য মুসলিমদের জন্য নয় তথা মুসলিমদে জন্য রহিত'। আল কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে তথা কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া আয়াত নেই তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে, আয়াতখানি সম্পর্কে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। তথা আয়াতখানির শিক্ষা মুসলিমদের জন্যও চালু আছে।

এখন পাঠককে চূড়ান্তভাবে জানতে হবে কোন অর্থ বা ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। আর এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে বর্ণিত উপায়গুলোর মাধ্যমে।

৬. ‘আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক’ তথ্যটির পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

তথ্য-১

أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ .

অর্থ: আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

(ত্বীন/৯৫ : ৮)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক।

তথ্য-২

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ .

অর্থ: আর তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ করো এবং আল্লাহর বিচার পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো; আর তিনি সর্বোত্তম বিচারক।

(ইউনুস/১০ : ১০৯)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক।

তথ্য-৩

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ط

অর্থ: তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেনো যাকে যা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন।

(আন' আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা: ১ ও ২ নং তথ্যে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে জানিয়েছেন যে তিনি সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক। আলোচ্য আয়াতের তথ্য প্রমাণ করে যে- আল্লাহর সবচেয়ে বড় ন্যায় বিচারক। এখানে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- তিনি জন্মগতভাবে মানুষের একজনকে অন্যজন থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বেশী বা কম দিয়েছেন। এটি বাস্তবেও আমরা দেখি। যেমন মুসলিমের ঘরে জন্মানো ব্যক্তি অমুসলিমের ঘরে জন্মানো ব্যক্তির তূলনায় ইসলাম জানা, বুঝা ও মানার

সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী পায়। গরীবের ঘরে জন্মগ্রহন করা শিশু ধনির ঘরে জন্মগ্রহন করা শিশুর তূলণায় লেখা-পড়া করার সুযোগ অনেক কম পায়।

আয়াতখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন- শেষ বিচারের দিন তিনি জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশী বা কম পাওয়ার বিষয়টি খেয়ালে রেখেই বিচার করবেন। এটি অত্যান্ত যৌক্তিক একটি বিষয়। পৃথিবীর কোন বিচারালয়ে এ বিষয়টি খেয়ালে রেখে বিচার করা হয় না। এ বিষয়ের আলোকে তাই সহজেই বলা যায়- আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক।

তথ্যটির প্রয়োগের উদাহরণ

উদাহরণ-১

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- মানুষের সকল বিষয়ের ভাগ্য, পরিণতি বা ফলাফল এমনকি সে জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে যাবে এ সবকিছুই আল্লাহ পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন। ‘আল্লাহ তা’য়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক’ তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- আয়াতখানির উল্লিখিত অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ-

- কারো ভাগ্যে পূর্ব থেকে আল্লাহ তা’য়ালার বেহেশত নির্ধারণ করে রাখার অর্থ হলো- তার আমলনামায় যত গুনাহ থাকুক না কেন শেষ বিচারের দিন বিচার করে আল্লাহ তাকে বেহেশতে পাঠাবেন। আর কারো ভাগ্যে পূর্ব থেকে দোযখে নির্ধারণ করে রাখার অর্থ হলো- তার আমলনামায় যত নেকীই থাকুক না কেন শেষ বিচারের দিন বিচার করে আল্লাহ তাকে দোযখে পাঠাবেন। যিনি এ ধরনের বিচার করবেন তিনি সর্বশ্রেষ্টতো দুরের কথা সাধারণ ন্যায় বিচারকও নন (নাউযুবিল্লাহ)। এটি অত্যন্ত সহজ বোধগম্য একটি বিষয়
- কোন কাজের (আমল) ফলাফল পূর্ব থেকে ‘ব্যর্থ’ নির্দিষ্ট করে রাখার অর্থ হলো ব্যক্তি কাজটি যতই সঠিকভাবে করুক না কেন তার ফলাফল ব্যর্থ ধরা। আর কোন কাজের (আমল) ফলাফল পূর্ব থেকে ‘সফল’ নির্দিষ্ট করে রাখার অর্থ হলো ব্যক্তি কাজটি যতই ভুল ভাবে করুক না কেন তার ফলাফল সফল ধরা। তাই, সহজেই বুঝা যায়- কাজের পূর্বে নির্ধারণ করে রাখা ফলাফলের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়া, কোন ন্যায় বিচারকের কাজ হতে পারে না।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে-

১. অন্য কোন অনুবাদে থাকা আয়তখানির অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** খানি পড়ার মধ্যমে

২. যে অনুবাদখানি তিনি পড়ছেন সে অনুবাদ বা অন্যকোন অনুবাদের সম্পূরক বা কাছাকাছি বক্তব্য ধারনকারী অন্য আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ার মধ্যমে। এখানেও **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** খানি বেশী সহায়ক হবে

৩. কোন লেখকের বিষয়টির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন লেখা থাকলে সেটি পড়ার মধ্যমে।

   আমাদের লেখা- **'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্বনির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষনা সিরিজ-১৭) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- 'মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, সবকিছু হয় আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায়'। 'আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ট ন্যায় বিচারক' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে- আয়াতখানির উল্লিখিত অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, মানুষ ভাল বা খারাপ যে কাজই করে তা আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় ঘটে, মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টার সেখানে কোন ভূমিকা নাই- এমনটি হলে ভাল ও খারাপ কাজের ভিত্তিতে বিচার করে পরকালে মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া মোটেই যৌক্তিক হবে না। আর ঐ বিচারে যিনি বিচারক থাকবেন (আল্লাহ) তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়বিচারক থাকেন না (নাউযুবিল্লাহ)।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে উল্লিখিত তিনটি উপায়ে। আমাদের লেখা- **'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষনা সিরিজ-২৪) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

৭. ‘আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা’ তথ্যটির পর্যালোচনা ও প্রয়োগের উদাহরণ

তথ্যটির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

তথ্য-১

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ....

অর্থ: তিনিই তোমাদের (কল্যাণের) জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ... ...

(বাকারা/২ : ২৯)

ব্যাখ্যা: এখানে জানানো হয়েছে- মহাবিশ্বের সবকিছুকে মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বের সকল জিনিসের মধ্যে মানুষের কিছু না কিছু কল্যাণ রয়েছে।

তথ্য-২

مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلَكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرُكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অর্থ: (সালাতের আগে ওজু-গোসলের শর্ত আরোপের মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের উপর জটিলতা (কষ্ট) আরোপ করতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা (এ আদেশ জানা ও মানার মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

(মায়েদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ তা’য়ালা বলেছেন- সালাতের আগে ওজু বা গোসলের যে আদেশ তিনি দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেয়া নয়। এর উদ্দেশ্য হলো- মানুষকে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার শিক্ষা দেয়া এবং তাঁর তরফ থেকে মানুষের কল্যাণ চাওয়ার বিষয়টিকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়া। এখান থেকে বুঝা যায়- মহান আল্লাহ মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে কল্যাণময় করার জন্য যা যা দরকার তার সব কিছুর ব্যবস্থা করেছেন। ওজু বা গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কল্যাণ হলো- চামড়ার অনেক প্রদাহ রোগ থেকে মুক্ত থাকা।

তথ্য-৩

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط

অর্থ: তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত। মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো (সৃষ্টি করা) হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। (আর এ কাজের সময়) আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।

(আল-ইমরান/৩ : ১১০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করাকে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে কল্যাণ করার পথও বলে দেয়া হয়েছে।

তথ্য-৪

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অর্থ: যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

(ফাতিহা/১ : ২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে- তিনি মানুষের জন্য সবচেয়ে দয়ালু সত্তা।

তথ্যটির প্রয়োগের উদাহরণ

উদাহরণ-১

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- মু'মিন ব্যক্তি যতো বড় অপরাধ (গুনাহ) করুক না কেন কিছুদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাত পাবে। 'আল্লাহ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী ও দয়ালু সত্তা' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে, আয়াতখানির উল্লিখিত অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, অনন্তকালের তূলণায় কিছুদিন কোন সময়ই না। সে কিছুদিন এক কোটি বছর হলেও। তাই, মু'মিন মনে করবে দুর্নীতি, ঘুষ, ফাঁকিবাজী, ধোকাবাজী, ভেজাল দেয়া, আমানতের খেয়ানত করা, ওয়াদা ভংগ করা ইত্যদি বড় অপরাধ করে দুনিয়ায় মজা ভোগ করে নেই। আর পরকালে কিছুদিন জাহান্নামে চোখ-কান বন্ধ করে থাকবো। তারপরতো অনন্তকালের জন্য জান্নাত পেয়ে যাব। তাই, এ তথ্য সঠিক হলে মুসলিম সমাজে বড় অপরাধীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। ফলে মুসলিম দেশ বা সমাজ অশান্তিময় হবে। এটি করা হলে ব্যক্তির প্রতি দয়া দেখানো হবে কিন্তু সামষ্টিকে ভীষন কষ্ট দেয়া হবে। তাই, এটি প্রকৃত দয়ালুর পরিচয় হবে না।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন নিম্নে বর্ণিত তিনটি উপায়ে-

১. অন্য কোন অনুবাদে থাকা আয়তখানির অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ার মাধ্যমে। বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত- **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** খানি পড়ার মধ্যমে

২. যে অনুবাদখানি তিনি পড়ছেন সে অনুবাদ বা অন্যকোন অনুবাদের সম্পূরক বা কাছাকাছি বক্তব্য ধারনকারী অন্য আয়াতের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পড়ার মধ্যমে। এখানেও **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ'** খানি বেশী সহায়ক হবে

৩. কোন লেখকের বিষয়টির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন লেখা থাকলে সেটি পড়ার মধ্যমে।

আমাদের লেখা- **'কবীরা গুনাহসহ (বড় অপরাধ) মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কী?'** (গবেষনা সিরিজ-২০) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

উদাহরণ-২

কুরআন মাজীদের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা পাঠক দেখতে পেলেন- একটি আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যায় লেখা আছে- 'মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিকির-আযকার ইত্যাদি উপাসনা করা। 'আল্লাহ তা'য়ালা সর্বশ্রেষ্ট ন্যায় বিচারক' তথ্যটির ভিত্তিতে পাঠক সাথে সাথে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিবেন যে, আয়াতখানির উল্লিখিত অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ- এটি সঠিক হলে মুসলিমগণ সমাজের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ইত্যাদি প্রতিরোধে কোন ভূমিকা না রেখে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিকির-আযকার ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকবে। ফলে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন অসুখী, অকল্যাণময় ও প্রগতিহীন হবে।

এখন পাঠককে আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি তা জানতে হবে। এটি তিনি জানতে পারবেন ১নং উদাহরণে উল্লিখিত তিনটি উপায়ে। আমাদের লেখা- **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য'** (গবেষনা সিরিজ-১) নামক বইটি পাঠককে এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ।

৮. হাদীস সম্পর্কিত কিছু তথ্য যা কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টারত পাঠকের জানা থাকা দরকার

কুরআনের সকল ব্যাখ্যাকারী (তাফসীর কারক) হাদীসকে ব্যাখ্যার দলিল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাই, কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টারত পাঠকের হাদীস সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো জানা থাকা দরকার তা হলো-

১. হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা এ তথ্য সঠিক হলেও কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। কুরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতকে ব্যাখ্যা করে। আর এ ব্যাখ্যাকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা

২. রাসূল (সা.)-এর কথা ও কাজ তথা কাওলী ও ফে'য়লী হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে কিন্তু কখনও কুরআনের বিপরীত হবে না

৩. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে সহীহ বলা হয় বর্ণনাধারার (সনদ) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। বক্তব্য বিষয়ের (মতন) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই, কুরআনের বিপরীত বক্তব্যধারনকারী হাদীস সহীহ হলেও তা রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে গ্রহনযোগ্য হবে না।

এ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- **'ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা'** (গবেষনা সিরিজ-১২) এবং **'হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভূল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষনা সিরিজ-১৯) নামক বই দুই'টিতে।

৯. শানে নুযুল সম্পর্কিত কিছু তথ্য যা কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টারত পাঠকের জানা থাকা দরকার

যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সূরা বা আয়াত নাযিল হয়েছে সেটিকে শানে নুযুল বলে। শানে নুযুল সম্পর্কিত যে তথ্যগুলো কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের চেষ্টারত পাঠকের জানা থাকা দরকার তা হলো-

১. শানে নুযুলের জ্ঞান কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়

২. শানে নুযুল সম্বন্ধে ব্যাপক মতপার্থক্য আছে

৩. একটি আয়াতের আগের ও পরের আয়াত বা ঐ আয়াতের বিষয় সম্পর্কিত অন্য আয়াত পর্যালোচনা করলে আয়াতখানির শানে নুযুল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

শেষ কথা

উল্লিখিত নীতিমালাগুলো অত্যন্ত সহজবোধগম্য এবং মনে রাখা ও ব্যবহার করা সহজ। এর অনেকগুলো কুরআনের সকল অর্থ ও ব্যাখ্যা পাঠকের জানা আছে। তাই আশাকরি এ নীতিমালাগুলো ব্যবহার করলে সকল পাঠক কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা পড়ে ভুল জ্ঞান অর্জন করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। আর এর মাধ্যমে ব্যক্তি পাঠক, মুসলিম জাতি ও মানব সভ্যতা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে।

ভুল-ভ্রান্তি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দেয়া আপনাদের এবং সঠিক হলে শুধরিয়ে নেয়া আমার ঈমানী দায়িত্ব। আপনাদের সকলের নিকট দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারাণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?

২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি (৮ম তলা), মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৬১৭

❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা, মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার ,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ সালেহীন প্রকাশনী, ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **জামির কোচিং সেন্টার,** ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল:০১৮৪৫৩২০৯৩৮
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ষ্টেশন রোড, নরসিংদী মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২
- ❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্‌,** ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম
  মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **নোয়া ফার্মা,** নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী,
  মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী
  মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা,
  মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি,কুমিল্লা,
  মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা।
  মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা
  মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্ত্বর, দড়াটানা, যশোর।
  মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া
  মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন,নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার,
  মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা: ০১৫৫৪৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫০৯৪০৭৭

- **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২৬১৭৫২৯৭